ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
ঢাকা-১০০০

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের।

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০৩

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

নির্ধারিত মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

Islami Biplober Sabhabik Padhati Written & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Complex Dhaka-1000 First Edition May 2003, Price Taka 5.00 only.

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
ঢাকা-১০০০

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের।

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০৩

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

নির্ধারিত মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

Islami Biplober Sabhabik Padhati Written & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Complex Dhaka-1000 First Edition May 2003, Price Taka 5.00 only.

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি

বিপ্লব

বিপ্লব মানে হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

ইসলামী বিপ্লব

সমাজ-ব্যবস্থার সকল স্তর, দিক ও বিভাগে ইসলামের বিধি-বিধান কার্যকর হওয়ার নাম ইসলামী বিপ্লব।

'ইকামাতুদ্ দীন', 'ইযহারু দীনিল হাক', 'খিলাফাত প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি পরিভাষা 'ইসলামী বিপ্লব' পরিভাষার সমার্থক।

ইসলামী বিপ্লবের দুইটি শর্ত

ইসলামী বিপ্লবের জন্য দুইটি শর্ত পূরণ হওয়া অত্যাবশ্যক। শর্ত দুইটি হচ্ছে :

ক. একদল যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বের উদ্ভব।

খ. ইসলামী গণ-ভিত্তি সৃষ্টি।

ইসলামী চিন্তা-চেতনা, ইসলামী মন-মানসিকতা ও ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বলা হয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব।

একজন ইসলামী নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি মৌলিক মানবীয় গুণেও সমৃদ্ধ হন তিনি হন যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য এই ধরনের বহু সংখ্যক ব্যক্তির বিদ্যমানতা অত্যাবশ্যক।

কোন ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের ইসলামী চিন্তা-চেতনা, ইসলামী মন-মানসিকতা ও ইসলামী চরিত্রসম্পন্ন রূপে গড়ে ওঠার নাম ইসলামী গণ-ভিত্তি।

এই গণ-ভিত্তি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত কোন ভূ-খণ্ডে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। আলকুরআনের সূরাহ আর রা'দের ১১ নাম্বার আয়াত সেই কথারই ইংগিত দেয়।

إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন কাউমের অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না যেই পর্যন্ত না তারা তাদের চিন্তা ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়।"

www.pathagar.com

নবী-রাসূলদের ব্যক্তি গঠন ও গণ-ভিত্তি সৃষ্টির প্রয়াস

নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) ইসলামী ব্যক্তি গঠন ও ইসলামী গণ-ভিত্তি সৃষ্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা যেমন ইসলামের মর্মকথা পৌছাবার চেষ্টা করেছেন, তেমনিভাবে চেষ্টা করেছেন সমাজের চালিকা শক্তি অর্থাৎ নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিদের কাছে তা পৌছাবার জন্য।

সমাজের চালিকা শক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে অপরাপর মানুষের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়। সেই জন্যই নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) সমাজের চালিকা শক্তিকে বিশেষভাবে টার্গেট বানিয়ে ছিলেন।

ইবরাহীম (আ) উর সাম্রাজ্যের সম্রাট নামরূদের কাছে এই উদ্দেশ্যেই ইসলামের মর্মকথা পৌছিয়েছিলেন।

একই উদ্দেশ্যে মূসা ইবনু ইমরান (আ) মিসরের ফিরআউন মারনেপতাহ-র কাছে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরেছিলেন।

ঠিক এই উদ্দেশ্যেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আলআরাবীয়ার শীর্ষ স্থানীয় নেতা আবু জাহল, উতবাহ ইবনু রাবীয়াহ, শাইবাহ ইবনু রাবীয়াহ, আলওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ প্রমুখের কাছে ইসলামের মর্মকথা উপস্থাপন করেছিলেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি

ইসলামী ব্যক্তি গঠনের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কোন অস্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেননি।

তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিলো সহজ ও স্বাভাবিক। তদুপরি তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিলো আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত।

আলকুরআনের জ্ঞান বিতরণ এবং আলকুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণই ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি।

আলকুরআনের সূরাহ আলজুমুআহর ২ নাম্বার আয়াত, সূরাহ আলবাকারার ১৫১ নাম্বার আয়াত ও সূরাহ আলে ইমরানের ১৬৪ নাম্বার আয়াতে "ইয়াতলূ 'আলাইহিম আয়াতিহী ওয়া ইউযাক্কিহিম" (যাতে সে লোকদেরকে আয়াত পড়ে শুনায় ও তাদের তাযকিয়াহ করে) বলে সেই পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা মুমিন হতেন তাঁরাও সংগে সংগেই ইসলামের মুবাল্লিগ বা দা'য়ী ইলাল্লাহ হয়ে যেতেন।

তাঁরাও আলকুরআনের জ্ঞান বিতরণ এবং আলকুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিপ্লব সাধনের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেননি

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবকালে আলআরাবীয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র বহন করতো। অর্থাৎ তখন অস্ত্র রাখা ও অস্ত্র বহন করা বৈধ ছিলো।

আবু জাহল ও তার অনুসারীদের হাতে যেমন তলোয়ার, বল্লম ও তীর ছিলো, তেমনিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীদের হাতে তলোয়ার, বল্লম ও তীর ছিলো।

উভয় পক্ষের অস্ত্রের মান ছিলো সমান।

ইসলামী ব্যক্তি গঠন ও গণ-ভিত্তি রচনার প্রয়াস চালাতে গিয়ে মাক্কায় অবস্থান কালের তেরোটি বছর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন।

মুশরিকদের হামলায় হারিছ ইবনু আবী হালাহ (রা), সুমাইয়া (রা), ইয়াসির (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসির (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

অনেকেই হন আহত।

কিন্তু বৈধ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীরা এই যুলমের প্রতিকারের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেননি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিলো "কুফ্ফু আইদিয়াকুম" (তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ) অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার করো না।

এই নির্দেশ এসেছিলো ওহী গায়র মাতলূ-র মাধ্যমে। পরবর্তী কালে সূরাহ আন্ নিসার ৭৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ইসলাম-বৈরী শক্তি হামলার পর হামলা চালাতে থাকে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন সূরাহ নাযিল করে মুমিনদেরকে বার বার ছবর অবলম্বন করার তাকিদ দিতে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, ছবরের বহুবিধ অর্থের কয়েকটি হচ্ছে-

www.pathagar.com

নিজের আবেগ সংযত রাখা,

রাগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ না করা,

বিপদ-আপদে ঘাবড়ে না যাওয়া,

ত্বরা-প্রবণতা পরিহার করা,

কাংখিত ফল পেতে দেরি দেখে অস্থির না হওয়া,

অশোভন আচরণে উত্তেজিত না হওয়া,

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকা।

আরো উল্লেখ্য যে, কোন নবীই ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য সশস্ত্র তৎপরতা চালাননি। আর নবীরা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছারই প্রতিনিধিত্ব করতেন।

একদল মুমিন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি চেয়েও অনুমতি পাননি

প্রতি বছর আলআরাবীয়ার উকায নামক স্থানে যুল কা'দাহ মাসের ১ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত মেলা অনুষ্ঠিত হতো। দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ বিশ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে ভালো-মন্দ বহু প্রকারের কর্মকাণ্ড করতো। অতঃপর তারা যুল কা'দাহ মাসের ২১ তারিখ যুলমাজান্না নামক স্থানে এসে অবস্থান গ্রহণ করতো। এখানে তারা থাকতো দশ দিন।

এর পর তারা যুলমাজায নামক স্থানে এসে তাঁবু গাড়তো। তারা এখানে অবস্থান করতো যুলহিজ্জা মাসের ১ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত।

অতঃপর তারা যুলহিজ্জা মাসের ৮ তারিখে মিনাতে অবস্থান গ্রহণ করতো।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাবার জন্য এই মেলাগুলোতে যেতেন এবং সময় সুযোগ বুঝে তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে লোকদের সাথে আলাপ করতেন, তাদেরকে আলকুরআনের আয়াত পড়ে শুনাতেন এবং আলকুআনের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানাতেন।

নবুওয়াতের দশম সনে মিনারই একটি পার্বত্য খণ্ড আকাবাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছয় জন ইয়াসরিববাসীর (মাদীনাবাসীর) সাথে আলাপ করেন। তাঁরা ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন।

নবুওয়াতের একাদশ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ আকাবাতেই ইয়াসরিব

www.pathagar.com

থেকে আগত বারো জন ব্যক্তির সাথে আলাপ করেন। তাঁরা মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সর্বাবস্থায় ইসলামের ওপর অবিচল থাকার অংগীকার করেন। এই ঘটনাকেই বলা হয় প্রথম বাইআতে আকাবা।

নবুওয়াতের দ্বাদশ সনে ৭৫ জন ইয়াসরিববাসী আকাবাতে গভীর রাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।

তাঁরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার শপথ নেন। এই ঘটনাটিকে বলা হয় দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা।

এই সময় ইয়াসরিববাসীরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীদের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের কথা জানতে পেরে তাঁকে ইয়াসরিবে (মাদীনায়) হিজরাত করার আহ্বান জানান।

আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে ইয়াসরিববাসীদের পক্ষ থেকে মিনাতে সমবেত যালিম মুশরিকদের ওপর হামলা চালাবার অনুমতি চাওয়া হয়।

ইয়াসরিববাসীদের অন্যতম লড়াকু ব্যক্তি আলআব্বাস ইবনু উবাদাহ ইবনু নাদলা (রা) বলেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্য জীবন-বিধানসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনায় অবস্থানকারীদের ওপর হামলা চালাবো।" মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আমাকে এইরূপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তোমরা নিজ নিজ কাফিলায় ফিরে যাও।"

দ্রষ্টব্য : সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-১২০

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি লাভ

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন।

ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নীরবে মাক্কা ত্যাগ করে তাঁর সাথীরা ইয়াসরিব হিজরাত করেন। শেষের দিকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বাকর আস্ সিদ্দিককে (রা) সাথে নিয়ে হিজরাত করেন।

মহানবী (সা) ইয়াসরিব আসার পর এর নাম হয় মাদীনাতুর্ রাসূল। মাদীনা একটি রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। আর নব-গঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হন মুহাম্মাদুর

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা)। মাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাযিল হয় সূরাহ আলহাজের ২৫ থেকে ৭৮ নাম্বার আয়াত।

আর এই অংশটির একাংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাথীদেরকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ. نِ الَّذِيْنَ

أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط ... আলহাজ ॥ ৩৯, ৪০

"লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের প্রতি যুলম করা হয়েছে, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এই জন্য যে, তারা বলেছিলো : আল্লাহ আমাদের রব।"

অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ

সূরাহ আলহাজের ৩৯ ও ৪০ নাম্বার আয়াতে অস্ত্র ব্যবহারের 'অনুমতি' দেয়া হয়েছে। আর সূরাহ আলবাকারাহর ১৯০ নাম্বার আয়াতে দেয়া হয়েছে অস্ত্র ব্যবহারের 'নির্দেশ'।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

আলবাকারাহ ॥ ১৯০

আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।"

"অনুমতি' ও 'নির্দেশ' দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী 'অনুমতি' দেয়া হয় হিজরী প্রথম সনের যুলহিজ্জা মাসে এবং 'নির্দেশ' নাযিল হয় হিজরী দ্বিতীয় সনের রজব কিংবা শা'বান মাসে।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আলহাজের তাফসীরের ৭৮ নাম্বার টীকা।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগের ও পরের কর্ম-পদ্ধতি

ক. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেন,

"ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মহানবীর (সা) প্রতি কেবল ইসলামী দাওয়াত পৌছানোর আদেশ ছিলো, জিহাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হয়নি। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি যখন মাদীনায় হিজরাত করলেন এবং সেখানে ইসলামের দুশমনেরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলো তখন আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা) ও সাহাবীদেরকে জিহাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দান করেন।"

দ্রষ্টব্য : আস্ সিয়াসাতুশ্ শারইয়াহ, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-২০৩

খ. হাফিয ইবনুল কাইয়েম (রহ) বলেন,

"এইভাবে প্রায় তের বছরকাল পর্যন্ত তিনি তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টির প্রয়াস পান। এই সময় তিনি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে জিয্ইয়া দিতেও বলেননি। বরং ঐ সময় হাত গুটিয়ে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং সহনশীলতার পথ অবলম্বন করার জন্যই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর তিনি হিজরাতের নির্দেশ লাভ করেন। হিজরাতের পর সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেয়া হয়। তারপর যারা রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ (যুদ্ধ) করার এবং যারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে তাদের ওপর হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে আল্লাহর দীন পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়।"

দ্রষ্টব্য : যাদুল মা'আদ, হাফিয ইবনুল কাইয়েম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১

গ. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেন,

"এর আগে মুসলিমরা যদ্দিন দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ছিলো তাদেরকে কেবল ইসলাম প্রচারের হুকুম দেয়া হয়েছিলো এবং বিপক্ষের যুলম-নির্যাতনে ছবর অবলম্বন করার তাকিদ করা হচ্ছিলো। এখন মাদীনায় তাদের একটি ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথমবার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে : যারাই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরাহ আলবাকারার তাফসীরের ২০০ নাম্বার টীকা।

www.pathagar.com

আরো উল্লেখ্য যে, আলমাদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একবছর পর মাক্কার মুশরিকগণ এই নব গঠিত রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। তিনগুন বেশি শক্তিশালী মুশরিক বাহিনীর ওপর মুসলিমগণ বিজয় লাভ করেন বদর প্রান্তরে আল্লাহর মহা অনুগ্রহে।

আল্লাহ ভালো করেই জানতেন যে অ-মুসলিম শক্তি এই পরাজয় মেনে নিয়ে শত্রুতা বন্ধ করে দেবে না। বরং আরো বেশি সামরিক শক্তি যোগাড় করে আবারও আক্রমণ চালাবার জন্য এগিয়ে আসবে। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাযিল করেন সূরাহ আলআনফাল।এই সূরাহর একাংশে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র আলমাদীনার কর্ণধারদেরকে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি অর্জনের নির্দেশ প্রদান করেন।

আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ. আল আনফাল ॥ ৬০

"তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা যতো বেশি সম্ভব শক্তি সঞ্চয় কর।"

ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক বর্ধন

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নবী-রাসূলগণ অত্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। প্রধানত মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা তাঁদের প্রয়াস চালিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও (সা) নিরলসভাবে চালিয়ে গেছেন 'আদ্ দাওয়াতু ইলাল্লাহ'র কাজ। আর তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন মাক্কার সত্য-সন্ধানী ও সাহসী একদল যুবক-যুবতী। তিনি এঁদেরকে সংঘবদ্ধ করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব– ইসলামী ব্যক্তিত্ব– রূপে গড়ে তোলেন।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রায় অধিকাংশ ইসলাম-বিরোধী হওয়ায় মাক্কাবাসীরা গণ-হারে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি। ফলে মাক্কায় গড়ে ওঠেনি ইসলামী গণ-ভিত্তি।

পক্ষান্তরে ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়ান। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণ করা

www.pathagar.com

সহজ হয়ে যায়। ফলে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসে ইয়াসরিবের বিপুল সংখ্যক মানুষ। গড়ে ওঠে ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট গণ-ভিত্তি, ইসলামী সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণের বুনিয়াদ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ও সরকার গঠনের সংগ্রাম একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে সামনে এগিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলকুরআনের সূরাহ আলফাত্হে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পরিচালিত সংগ্রামের স্বাভাবিক বর্ধনের একটি চমৎকার উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ. ২৯ ॥ আল ফাতহ

"এ এমন এক কৃষি যা অংকুর বের করলো, অতপর শক্তি সঞ্চয় করলো, অতপর মোটা-তাজা হলো এবং অবশেষে নিজ কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেলো।"

এই আয়াতাংশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচালিত আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা :

১. অংকুর বের করা,

২. শক্তি সঞ্চয় করা,

৩. মোটা-তাজা হওয়া,

৪. কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

'অংকুর বের করা'র অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনাকরণ।

'শক্তি সঞ্চয় করা'র অর্থ হচ্ছে আহ্বানে সাড়া দানকারী ব্যক্তিদেরকে সংঘবদ্ধ ও সংশোধিত করে সাংগঠনিক শক্তি অর্জন।

'মোটা-তাজা হওয়া'র অর্থ হচ্ছে কর্ম-এলাকার সর্বত্র প্রভাব সৃষ্টি ও গণ-মানুষের সমর্থন লাভ। আর গণ-মানুষের সমর্থন লাভেরই আরেক নাম গণ-ভিত্তি অর্জন।

'কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া'র অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন।

প্রকৃতপক্ষে, এটাই হচ্ছে ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি।

www.pathagar.com

উপসংহার

মুমিনদের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হচ্ছেন 'উসওয়াতুন হাসানা' (সর্বোত্তম উদাহরণ)। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি 'উসওয়াতুন হাসানা'। ইসলামী বিপ্লব সাধন তথা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনিই 'উসওয়াতুন হাসানা'।

আরো উল্লেখ্য যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই 'উসওয়াতুন হাসানা'র অনুসরণকেই তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার শর্ত বানিয়েছেন।